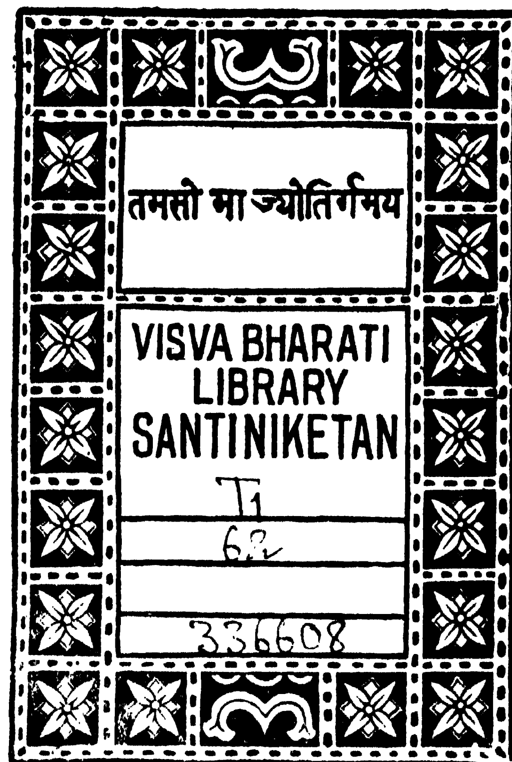


বীরপুরুষ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

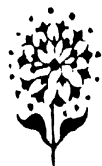


तमसो मा ज्योतिर्गमय
VISVA BHARATI
LIBRARY
SANTINIKETAN



[illegible]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



রবীন্দ্রশতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে

স্বতন্ত্রপ্রকাশ : ২৫ বৈশাখ ১৩৬৯ : ৮ মে ১৯৬২

পুনর্মুদ্রণ : আশ্বিন ১৩৭২, বৈশাখ ১৩৭৭, আশ্বিন ১৩৮৫

শ্রাবণ ১৩৯২, আশ্বিন ১৩৯৬

আষাঢ় ১৪০০

প্রকাশক শ্রীসুধাংশু শেখর ঘোষ

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড

কলিকাতা ১৭

মুদ্রক শ্রীরবি দত্ত

ইম্প্রেশন হাউস। ৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট। কলিকাতা ৯

বীরপুরুষ কবিতা ১৯০৩ খৃস্টাব্দে আলমোড়ায় লেখা এরূপ অনুমিত হয়। কবিকণ্ঠে এই পরমাদৃত কবিতার আবৃত্তি গ্রামোফোন রেকর্ডে বিধৃত আছে।

রবীন্দ্র-শতবর্ষ-উদ্‌যাপনে ইহার সচিত্র নূতন প্রকাশ হইল। প্রচ্ছদ এবং কবিতার তৃতীয় স্তবকের সম্মুখীন চিত্র শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসু-অঙ্কিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অলংকরণও তাঁহারই তুলিকা হইতে। অন্যান্য চিত্র শ্রীনন্দলাল বসুর কৃতী ছাত্র, শান্তিনিকেতন কলাভবনের অধ্যাপক শ্রীসুখেন গাঙ্গুলি এই গ্রন্থের জন্যই আঁকিয়া দিয়া এই গ্রন্থপ্রকাশ সম্ভব করিয়াছেন।

বৈশাখ ১৩৬৯



বীরপুরুষ

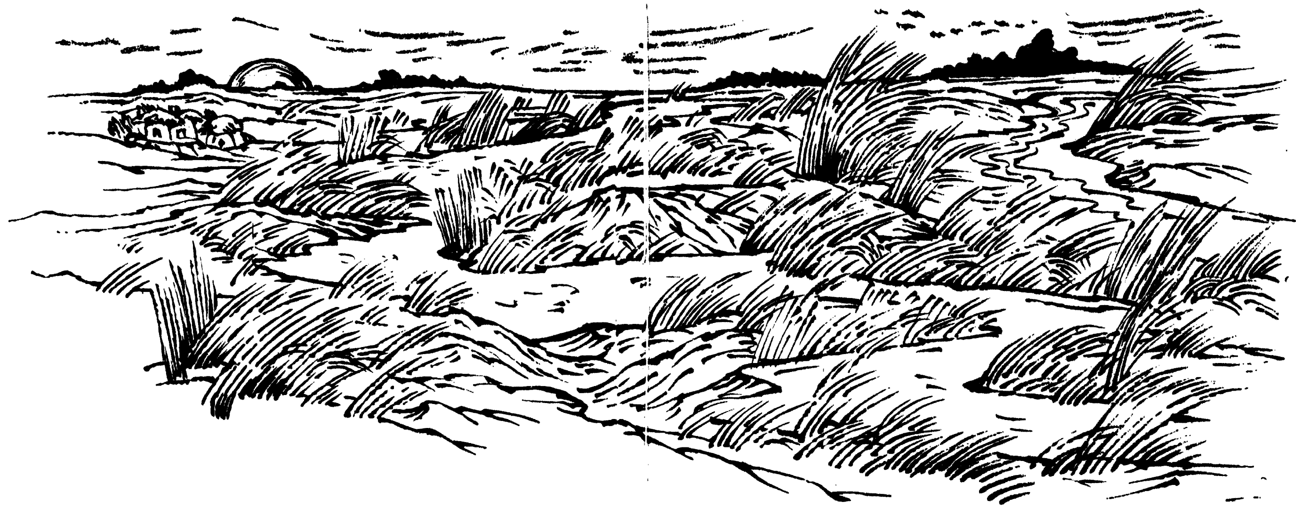
মনে করো, যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।
তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চ'ড়ে
দরজাদুটো একটুকু ফাঁক ক'রে,
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার 'পরে
টগ্‌বগিয়ে তোমার পাশে পাশে।
রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুরে খুরে
রাঙা ধুলোয় মেঘ উড়িয়ে আসে॥



সন্ধে হল, সূর্য নামে পাটে,
এলেম যেন জোড়াদিঘির মাঠে।
ধূ ধূ করে যে দিক-পানে চাই,
কোনোখানে জনমানব নাই—
তুমি যেন আপন মনে তাই
ভয় পেয়েছ; ভাবছ, 'এলেম কোথা!'
আমি বলছি, 'ভয় কোরো না মা গো,
ঐ দেখা যায় মরা নদীর সোঁতা।'



চোর-কাঁটাতে মাঠ রয়েছে ঢেকে,
মাঝখানেতে পথ গিয়েছে বেঁকে।
গোরু বাছুর নেইকো কোনোখানে,
সন্ধে হতেই গেছে গাঁয়ের পানে—
আমরা কোথায় যাচ্ছি কে তা জানে,
অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো।
তুমি যেন বললে আমায় ডেকে,
'দিঘির ধারে ঐ যে কিসের আলো!'





এমন সময় 'হাঁরে রে-রে রে-রে'
ঐ যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে।
তুমি ভয়ে পাল্কিতে এক কোণে
ঠাকুর দেব্‌তা স্মরণ করছ মনে,
বেয়ারাগুলো পাশের কাঁটাবনে
পাল্কি ছেড়ে কাঁপছে থরোথরো।
আমি যেন তোমায় বলছি ডেকে,
'আমি আছি, ভয় কেন মা, করো!'



হাতে লাঠি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল—
কানে তাদের গোঁজা জবার ফুল।
আমি বলি, 'দাঁড়া, খবর্‌দার!
এক পা কাছে আসিস যদি আর—
এই চেয়ে দেখ্‌ আমার তলোয়ার,
টুকরো করে দেব তোদের সেরে।'
শুনে তারা লম্ফ দিয়ে উঠে
চেঁচিয়ে উঠল 'হাঁরে রে-রে রে-রে'॥



তুমি বললে, 'যাস নে খোকা ওরে।'
আমি বলি, 'দেখো-না চুপ ক'রে।'
ছুটিয়ে ঘোড়া গেলেম তাদের মাঝে,
ঢাল তলোয়ার ঝন্‌ঝনিয়ে বাজে—
কী ভয়ানক লড়াই হল মা যে
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।
কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে,
কত লোকের মাথা পড়ল কাটা॥



এত লোকের সঙ্গে লড়াই ক'রে
ভাবছ খোকা গেলই বুঝি ম'রে
আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে
বলছি এসে, 'লড়াই গেছে থেমে।'
তুমি শুনে পাল্কি থেকে নেমে
চুমো খেয়ে নিচ্ছ আমায় কোলে–
বলছ, 'ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল!
কী দুর্দশাই হত তা না হলে।'

রোজ কত কী ঘটে যাহা-তাহা—
এমন কেন সত্যি হয় না আহা।
ঠিক যেন এক গল্প হত তবে,
শুনত যারা অবাক হত সবে—
দাদা বলত, 'কেমন করে হবে,
খোকার গায়ে এত কি জোর আছে।'
পাড়ার লোকে সবাই বলত শুনে,
'ভাগ্যে খোকা ছিল মায়ের কাছে।'





মূল্য ২২·০০ টাকা